সমকাল

তারিখ ... 08 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ২ ...

প্রকৌশলী সংকটে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

■ সাব্বির নেওয়াজ

সরকারি প্রতিষ্ঠানটির দাপ্তরিক নাম 'শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর' (এডুকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট-ইইডি)। অথচ এ প্রতিষ্ঠানটিই পড়েছে 'প্রকৌশলী' সংকটে। বর্তমানে সারাদেশে দুইশ'র বেশি প্রকৌশলীর পদ শূন্য। এ ছাড়া সব মিলিয়ে পাঁচ শতাধিক পদ শূন্য। ফলে সারাদেশে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ, পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিদর্শন, মনিটরিং– সবকিছুই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। দ্রুত জনবল নিয়োগ করে এসব পদ পূরণ না করলে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

জানা গেছে, ইইডিতে প্রায় এক হাজার ৭০০টি পদ থাকলেও কর্মরত রয়েছেন এক হাজার ৩২৭ জন। ইইডির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ নির্বাহী প্রকৌশলী। অধিদপ্তরের ৩৮টি জোনের মধ্যে বর্তমানে ১০টি নির্বাহী প্রকৌশলীর পদই শূন্য। এ ছাড়া অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর একটি, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর একটি, সহকারী প্রকৌশলীর ২০টি ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীর ৮০টি পদ শূন্য রয়েছে। আগামী মাসের মধ্যে আরও ২০ থেকে ২৫ জন প্রকৌশলী অবসরে যাবেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদটি দ্বিতীয় শ্রেণির। আর সহকারী প্রকৌশলী পদটি প্রথম শ্রেণির। এ দুটি পদে লোকবল নিয়োগে বাছাই ও সুপারিশ করে থাকে পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)। সেখানে পরীক্ষা ও দীর্ঘসূত্রতার কারণে নিয়োগে বেশ বিলম্ব হয়। আবার নিয়োগ হতে হতে বহু পদ শূন্য হয়ে যায়।

জানা গেছে, বর্তমান সরকারের গত সাড়ে আট বছরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় আড়াই গুণ। ফলে নতুন অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনীয়তাও বেড়েছে। এ কারণে ইইডির কার্যক্রমও বেড়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রথম প্রকল্পের আওতায় ৭ হাজার ৮৫১টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে আরও এক হাজার ৫১টির নির্মাণ কাজ চলছে। ৪ হাজার ৬৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩২৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নয়ন প্রকল্প শিগগিরই শুরু হবে। ৩ হাজার ২২৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ শেষের পথে। সারাদেশে প্রায় এক হাজার ৫০০ কলেজ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। আরও এক হাজার ১৭০টির নির্মাণ কাজ চলছে। ২০০টি সরকারি কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার সম্প্রসারণে এক হাজার ৮০৫ কোটি টাকার কাজ শুরু হচ্ছে। ২ হাজার ২৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে কলেজগুলোতে ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ করা হচ্ছে। আরও ২ হাজার মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন। এর বাইরেও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ১৮৪টি একাডেমিক ও আবাসিক ভবন, শিক্ষার্থী হল ও গবেষণা ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। আগামী বছরের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কলেজ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সাড়ে ১৯ হাজার ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হবে। এর সব কাজই করবে ইইডি। তাই প্রকৌশলীর শূন্য পদ দ্রুত পূরণ করা একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ ও পরিকল্পনা গ্রহণ

জানা গেছে, সরকারি এ প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে চরম জনবল সংকটে ভুগছে। বিগত প্রায় ৯ বছরে এর কাজের পরিধি কয়েক গুণ বাড়লেও জনবল সংকট কাটেনি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারকরা এ ব্যাপারে একাধিকার উদ্যোগ নিলেও তা কোনো কাজে আসেনি।

এই অচলাবস্থা কাটাতে ইইডিতে নতুন করে পৌনে চার হাজার পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাবটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

জানতে চাইলে ইইডির প্রধান প্রকৌশলী দেওয়ান মোহাম্মদ হানজালা সমকালকে বলেন, ১৯৯৬ সালের পর থেকে ইইডিতে নিয়োগ বন্ধ। অভিজ্ঞ অনেক কর্মকর্তা অবসরে চলে যাওয়ায় জনবল সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। এ জন্য তারা জনবল সংকট কাটাতে উদ্যোগী হয়েছেন। তিনি বলেন, তাদের কাজের পরিধি আগের তুলনায় কয়েক গুণ বেড়েছে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

প্রকৌশলী সংকটে শিক্ষা

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

নেওয়ার পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কারসহ রক্ষণাবেক্ষণের সব দায়িত্ব ইইডিকে দেওয়া হয়েছে। এ দায়িত্ব পালনে অনেক জনবল ও যানবাহন দরকার। যে কারণে চার হাজার ৯৫৭টি নতুন পদ সৃষ্টি সংক্রান্ত অর্গানোগ্রাম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া পিএসসির মাধ্যমে শূন্য পদের বিপরীতে ২০৯ জন উপসহকারী প্রকৌশলী নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ইইডিতে মাঠ পর্যায়ে চারটি স্তর বিদ্যমান। অর্থাৎ বিভাগীয় পর্যায়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জোন পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, জেলা পর্যায়ে সহকারী প্রকৌশলী এবং উপজেলা পর্যায়ে উপ-সহকারী প্রকৌশলীর পদ রয়েছে।

সূত্র জানায়, নতুন প্রস্তাবনায় এসব পদের বিপরীতে পাঁচটি স্তর ধরা হয়েছে। পাঁচ স্তরে মোট তিন হাজার ৬৭০টি পদের মধ্যে ৪টি পুরাতন বিভাগ ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৪টি অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অফিস, অর্থাৎ চারটি আঞ্চলিক অফিস সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিটিতে ১টি হিসাবে ৮টি ও ঢাকা মহানগরীতে ১টিসহ মোট ৯টি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অফিস স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে সার্কেল অফিস। দেশের প্রতি জেলায় ১টি হিসাবে ৬৪টি এবং ঢাকা মহানগরীতে ২টি, রাজশাহীতে ১টি, চট্টগ্রামে ১টি ও খুলনা মহানগরীতে ১টিসহ মোট ৬৯টি নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে। অন্যদিকে নতুন করে ১৯টি মেট্রো সহকারী প্রকৌশলীর অফিস সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ছাড়াও প্রতি দুই থেকে তিনটি উপজেলার সমন্বয়ে ১টি সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয় হিসেবে ২২১টি সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়সহ মোট ২৪০টি সহকারী প্রকৌশলীর পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়। এর বাইরে প্রতি উপজেলায় ১টি হিসাবে মোট ৪৮৯ উপজেলায় অফিস (উপসহকারী প্রকৌশলীর অফিস) সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, তিন হাজার ৬৭০টি পদের মধ্যে ৩য় গ্রেড-৫টি, ৪র্থ গ্রেড-৮, ৫ম গ্রেড-৫১, ৬ষ্ঠ গ্রেড-২, ৯ম গ্রেড-৩৫৮, ১০ম গ্রেড-৪৫৩, ১১তম গ্রেড-২০৫, ১২তম গ্রেড-৭৫, ১৪তম গ্রেড-৬০, ১৬তম গ্রেড-৮৩৬, ১৮তম গ্রেড-৭৭, ২০তম গ্রেড-১৫৩৮ এবং আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সুইপার পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, ইইডির নতুন পদ সৃষ্টিসহ মোট জনবল সংক্রান্ত অর্গানোগ্রাম সংস্কার করতে গত ৪ অক্টোবর একটি সভা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ওই সভায় ইইডির নতুন অফিস ও পদ সৃজনের প্রাথমিক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভার সভাপতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মো. মহিউদ্দীন খান সমকালকে বলেন, ইইডির কাজের পরিধি বিবেচনায় অনেক জনবল দরকার। এ কারণে নতুন অফিস ও পদ সৃজন এবং যানবাহন, অফিস সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি বাড়ানো প্রয়োজন।